গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

# জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ নজরুল ইসলাম<br>সচিব |
| সভার তারিখ | ৩১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ |
| সভার সময় | বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা |
| স্থান | ভবন নং-৭, কক্ষ নং ৮২১, বাংলাদেশ সচিবালয় |
| উপস্থিতি | ... |

**২. উপস্থাপনাঃ**

২.১ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১২টি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৪ ও ৩৪ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে ২৩২৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যা এ বিভাগের আরএডিপি বরাদ্দের ১১.৭৪%। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৩২৪.২৪ কোটি টাকা (১০০%) ছাড় করে ২৩০৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ৯৯.৩২%। চলতি অর্থবছরে জাতীয় আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৩২%। চলমান, নতুন অনুমোদিত এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন/প্রক্রিয়াকরণ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ন্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**৩. আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ**

| আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| ৩.১ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নীতকরণ<br><br>মেয়াদ: (১/৩/১৬-৩০/৬/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬১৭.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | প্রকল্পের পিসিআর তিন মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড<br>ও<br>সওজ অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.২ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ<br>মেয়াদ: (১/১১/১৮-৩০/৬/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬১৭.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ভাঙ্গা অংশে সওজ এর পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;<br><br>(খ) ভাঙ্গা অংশে সওজ এর পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৩ আলীকদম-জ্বালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প<br><br>মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.০৪% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ ব্যয় না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৪ বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ<br><br>মেয়াদ: (১/১১/১৬-৩১/১২/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮০.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৩৩% ব্যয় হয়েছে। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৫ সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়ন<br><br>মেয়াদ: (১/৪/১৭- ৩১/১২/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং যুগ্মপ্রধান |
| ৩.৬ থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প<br><br>মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/২০) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.০৪% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ ব্যয় না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.৭ মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প<br>মেয়াদ: (১/৭/১৭- ৩১/১২/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৮৯% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ ব্যয় না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৮ সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়)<br>মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/২১) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৭.৪৮% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ ব্যয় না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পিএসসি সভা আহবান করার নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং সংশোধিত ডিপিপিতে এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | পিএসসি সভা আহবান করতঃ ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সংশোধিত ডিপিপিতে এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ জন্য নিয়মানুযায়ী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৯ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভর সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ<br>মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৬.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৭৭% ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আন্ডারপাস উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। | (ক) প্রকল্পের পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) আন্ডারপাস উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ |
| ৩.১০ রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ<br>মেয়াদ: (১/৭/১৮- ৩১/১২/২০) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত নিশ্চিত করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.১১ ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ<br>মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩১/১২/১৯) | ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত নিশ্চিত করতে হবে;<br>(খ) ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে পিআইসি/পিএসসি সম্পন্ন করে তা দ্রুত সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.১২ মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায়<br><br>মেয়াদ: (১/১২/১৮- ৩১/১২/২১) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.০ নতুন অননুমোদিত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প | | | |
| ৪.১ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (২৩ কিলোমিটার) প্রশস্থকরণ ও ৬ কিলোমিটার পুন:নির্মাণ | পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন সংগ্রহ করে দ্রুত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন সংগ্রহ করে ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.২ মেরিন ড্রাইভের ১ম ১.৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্থ অংশে ফ্লাইওভার নির্মাণ | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে এলজিইডির ১.৭০ কিলোমিটার সড়ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। | (ক) ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;<br>(খ) জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে এলজিইডির ১.৭০ কিলোমিটার সড়ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং এস্টেট উইং |
| ৪.৩ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট) | এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.৫ লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ | পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। | পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা কমিশন |
| ৫. বিবিধ | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকল প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে নির্ধারিত ছকে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। আগস্ট ২০১৯ এর মধ্যে সকল প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকল প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে;<br>(খ) কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে নির্ধারিত ছকে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;<br>(গ) ইতোমধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর সেপ্টেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;<br>(ঘ) আগস্ট ২০১৯ এর মধ্যে সকল প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর ও ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |

৬. আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৪.১৯.

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৬
০৭ আগস্ট ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক-৫)
২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
৪) সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৫) সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৬) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৭) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০) ই-ইনসি ইঞ্জিনিয়ায় পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
১১) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
১৩) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
১৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরনীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মোঃ সামীমুজ্জামান
উপপ্রধান